শ্রমজীবী প্রবাসী /অনিবাসীদের জন্য আর্থিক সেবা ও বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেন

প্রবাসী বাংলাদেশীরা দেশে কী ধরনের বৈদেশিক মুদ্রা হিসাব খুলতে ও পরিচালনা করতে পারেন?

✓ ব্যাংকের অনুমোদিত ডিলার শাখায় বৈদেশিক মুদ্রায় অনিবাসী চলতি ও মেয়াদী জমা হিসাব পরিচালনা করতে পারেন (যা অন্যান্য জাতীয়তার অনিবাসীদের জন্যও উন্মুক্ত);

✓ এসব হিসাবের স্থিতি মুনাফা/সুদ সমেত অবাধে বিদেশেও প্রত্যাবাসন করা যায়।

বাংলাদেশে নিবাসীরা ফরেন কারেন্সি একাউন্ট পরিচালনা করতে পারেন কি?

✓ বিদেশ সফর শেষে প্রত্যাগত নিবাসীরা সঙ্গে আনা অব্যবহৃত বৈদেশিক মুদ্রা ব্যাংকের অনুমোদিত ডিলার শাখায় রেসিডেন্ট ফরেন কারেন্সি ডিপোজিট হিসাবে জমা করতে পারেন। হিসাবের স্থিতি টাকায় নগদায়ন ছাড়াও পরবর্তীতে বিদেশ যাত্রার সময় হিসাবধারী সঙ্গে নিয়ে যেতে পারেন বা রেসিডেন্ট ফরেন কারেন্সি ডিপোজিট হিসাবের বিপরীতে ইস্যুকৃত আন্তর্জাতিক কার্ডের মাধ্যমে বিদেশে ব্যবহার করতে পারেন।

বিদেশ থেকে বাংলাদেশে অর্থ প্রেরণের বৈধ পন্থা কী?

✓ প্রবাসী আয় ব্যাংকিং ব্যবস্থার পাশাপাশি এক্সচেঞ্জ হাউসের মাধ্যমেও বাংলাদেশে রেমিটেন্স করা যায়। প্রাপকের অনুকূলে রেমিটেন্স/চেক/ড্রাফট/টিটি/এমটি ইত্যাদি শুধুমাত্র বাংলাদেশে ব্যবসারত কোন ব্যাংকের মাধ্যমে সংগ্রহ করা বৈধ।

✓ বাংলাদেশে ব্যাংকিং চ্যানেলের বাইরে বৈদেশিক মুদ্রা সংগ্রহের যে কোন পন্থা (যেমন অবৈধ হুন্ডি কার্যক্রম) অবলম্বন Foreign Exchange Regulation Act, ১৯৪৭ (সেপ্টেম্বর, ২০১৫ পর্যন্ত সংশোধিত) এবং মানি লন্ডারিং প্রতিরোধ আইনের আওতায় দণ্ডনীয় অপরাধ।

বাংলাদেশে বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয়-বিক্রয়ের বৈধ পক্ষ কারা?

✓ বাংলাদেশ ব্যাংকের লাইসেন্স প্রাপ্ত তফসিলি ব্যাংক শাখা (Authorized dealer বা অনুমোদিত ডিলার) ও

✓ বাংলাদেশ ব্যাংকের লাইসেন্সধারী মানিচেঞ্জার।

✓ অনুমোদিত ডিলার ব্যাংক ও লাইসেন্সধারী মানিচেঞ্জার ছাড়া অন্য কোন পক্ষের সঙ্গে বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয়-বিক্রয় Foreign Exchange Regulation Act, ১৯৪৭ (সেপ্টেম্বর, ২০১৫ পর্যন্ত সংশোধিত) এর আওতায় দন্ডনীয় অপরাধ।

কোন যাত্রী বিদেশ থেকে কী পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা সঙ্গে আনতে পারেন?

✓ বিদেশ থেকে আগত যাত্রী যে কোন পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা সঙ্গে আনতে পারেন;

✓ তবে দশ হাজার মার্কিন ডলার বা সমমূল্যমানের বৈদেশিক মুদ্রার বেশি হলে তা শুল্ক কর্তৃপক্ষের কাছে ঘোষণা প্রদান করতে হবে।

বাংলাদেশে নিবাসীরা ব্যক্তিগত ভ্রমণ খাতে কী পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা কিনতে পারেন?

✓ ব্যক্তিগত ভ্রমণের জন্য বাংলাদেশে নিবাসী কর্তৃক প্রতি পঞ্জিকাবর্ষে মাথাপিছু অনধিক ১২,০০০ মার্কিন ডলার ক্রয় করতে পারবেন।

বিদেশ থেকে পাঠানো অর্থের ক্ষেত্রে বাংলাদেশে প্রাপকের নামে ব্যাংক একাউন্ট থাকা বাধ্যতামূলক কি?

না। তবে প্রাপকের অনুকূলে সংশ্লিষ্ট ড্রাফট/টিটি/এমটির অর্থ বাংলাদেশে তফসিলি ব্যাংকের মাধ্যমে সংগ্রহ করা বাধ্যতামূলক।

অনুমোদিত ডিলার নয় এমন ব্যাংক শাখায় প্রাপকের 'টাকা একাউন্টে' বিদেশ থেকে অর্থ প্রেরণ করা যায় কি?

হ্যাঁ। তবে প্রাপকের হিসাবধারী ব্যাংক শাখা প্রাপ্ত অন্তমূর্খী রেমিটেন্স কোন অনুমোদিত ডিলার ব্যাংক শাখা থেকে টাকায় নগদায়ন করে নিতে হবে।

বিদেশ থেকে আনীত বৈদেশিক মুদ্রা সঙ্গে রাখা যায় কী?

✓ বাংলাদেশে নিবাসী কোন ব্যক্তি বিদেশ থেকে সঙ্গে আনা অনধিক দশ হাজার মার্কিন ডলার বা সমমূল্যমানের বৈদেশিক মুদ্রা নিজের কাছে বা অনুমোদিত ডিলার ব্যাংকে রেসিডেন্ট ফরেন কারেন্সী ডিপোজিট হিসাবে জমা রাখতে পারেন;

✓ পরবর্তী বিদেশ যাত্রায় সঙ্গে নিয়েও যেতে পারেন;

✓ দশ হাজার মার্কিন ডলারের অতিরিক্ত পরিমাণ আনীত বৈদেশিক মুদ্রা দেশে আসার এক মাসের মধ্যে অনুমোদিত ডিলার ব্যাংকে/ লাইসেন্সধারী মানিচেঞ্জারের কাছে বিক্রি বা রেসিডেন্ট ফরেন কারেন্সি ডিপোজিট একাউন্টে জমা রাখা নিবাসী বাংলাদেশী নাগরিকদের জন্য বাধ্যতামূলক;

✓ বিদেশ থেকে আগত অনিবাসীরা সঙ্গে আনা বৈদেশিক মুদ্রা (দশ হাজার মার্কিন ডলার বা সমমূল্যমানের বৈদেশিক মুদ্রার বেশী হলে তা শুল্ক কর্তৃপক্ষের কাছে ঘোষণা প্রদান সাপেক্ষে) নিজের কাছে বা অনুমোদিত ডিলার ব্যাংকে নন রেসিডেন্ট ফরেন কারেন্সি ডিপোজিট একাউন্ট/ প্রাইভেট ফরেন কারেন্সি হিসাবে জমা রাখতে পারেন;

✓ আনীত বৈদেশিক মুদ্রার অব্যবহৃত অংশ বাংলাদেশ ত্যাগকালে সঙ্গে নিয়ে যেতে পারেন।

বিদেশ থেকে সঙ্গে আনা বৈদেশিক মুদ্রা নগদায়নের ক্ষেত্রে কী ধরনের রেকর্ড রাখা বাঞ্ছনীয়?

আনীত বৈদেশিক মুদ্রার বিধিসম্মত সদ্ব্যবহারের প্রমাণ হিসেবে অনুমোদিত ডিলার ব্যংক বা লাইসেন্সধারী মানিচেঞ্জারের কাছে বৈদেশিক মুদ্রা বিক্রয়ের ক্ষেত্রে নগদায়ন সনদপত্র (encashment certificate) সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা উত্তম।

বিদেশে চিকিৎসা ব্যয় বাবদ বাংলাদেশে নিবাসীরা বৈদেশিক মুদ্রা কিনতে পারেন কি?

হ্যাঁ। বিদেশী চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানের দেয়া ব্যয় প্রক্কলন মোতাবেক অনধিক ১০,০০০ মার্কিন ডলার বা সমপরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অনুমোদিত ডিলার ব্যাংক থেকে কেনা যায়, এর বেশি মাত্রার বৈদেশিক মুদ্রা ছাড় করতে বাংলাদেশ ব্যাংকের পূর্বানুমতি প্রয়োজন।

নগদ নোট আকারে বৈদেশিক মুদ্রায় ক্রয়যোগ্য/উত্তোলনযোগ্য অংকের পরিমাণ/সীমা কত?

✓ মার্কিন ডলার নগদ নোট আকারে এককালীন উত্তোলন/ছাড়ের পরিমাণ সীমা ৫,০০০ মার্কিন ডলার। সমুদয় ছাড়/উত্তোলনযোগ্য অংক অন্যান্য বৈদেশিক মুদ্রায় নগদ নোট আকারে নেয়া যায়, আন্তর্জাতিক কার্ড/ট্রাভেলার্স চেক/ড্রাফট আকারেও সমুদয় ছাড়/উত্তোলনযোগ্য অংক মার্কিন ডলারসহ যে কোন বৈদেশিক মুদ্রায় নেয়া যায়।

স্থানীয় উৎসের তহবিল অনিবাসী বৈদেশিক মুদ্রা হিসাবে জমা করা যায় কি?

✓ বিদেশ থেকে আনীত অর্থের ওপর অর্জিত বৈধ মুনাফা ছাড়া অন্যবিধ স্থানীয় উৎসের কোন তহবিল বৈদেশিক মুদ্রা হিসাবে জমা করা যায় না।

প্রবাসী/অনিবাসী বাংলাদেশী ও অন্যান্য জাতীয়তার অনিবাসীরা বাংলাদেশে কী কী ধরনের আর্থিক বিনিয়োগ করতে পারেন?

✓ বিদেশে কর্মরত বাংলাদেশীরা টাকায় সরাসরি ওয়েজ আর্নার্স ডেভেলপমেন্ট বন্ডে বিনিয়োগ করতে পারেন। এ বিনিয়োগের আসলের অংক বৈদেশিক মুদ্রায় অবাধে বিদেশে প্রত্যাবাসনযোগ্য এবং মুনাফার অংক টাকায় বাংলাদেশে ব্যবহারযোগ্য।

✓ প্রবাসী/অনিবাসী বাংলাদেশী ও অন্যান্য জাতীয়তার অনিবাসীরা বাংলাদেশে টাকায় সরকারি ট্রেজারী বন্ডে বিনিয়োগ করতে পারেন। মেয়াদ পূর্তিতে অথবা যে কোন সময় সেকেন্ডারি মার্কেটে বিক্রয় করে আসল ও মুনাফা অবাধে বিদেশে প্রত্যাবাসন করা যায়।

✓ অনুমোদিত ডিলার ব্যাংক শাখায় নন-রেসিডেন্ট ইনভেস্টরস টাকা হিসাব (NITA) এর মাধ্যমে স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত শেয়ার/সিকিউরিটিজ এ বিনিয়োগ করতে পারেন। এসব বিনিয়োগের আসল ও মুনাফা অবাধে বিদেশে প্রত্যাবাসন করা যায়।

✓ অনিবাসী বাংলাদেশীগণ বাংলাদেশ সরকারের মার্কিন ডলার প্রিমিয়াম বন্ড ও মার্কিন ডলার ইনভেস্টমেন্ট বন্ডে বিনিয়োগ করতে পারেন। এগুলোর আসল এবং ইনভেস্টমেন্ট বন্ডের মুনাফা অবাধে বিদেশে প্রত্যাবাসনযোগ্য, প্রিমিয়াম বন্ডের মুনাফা টাকায় বাংলাদেশে ব্যবহার করা যায়।

✓ অনিবাসী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান কর্তৃক NITA হিসাবের মাধ্যমে Alternative Investment Fund এর পাশাপাশি বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন অনুমোদিত Open End Mutual Fund এ বৈদেশিক পোর্টফোলিওতে বিনিয়োগের সুযোগ রয়েছে।

✓ রপ্তানিকারকদের প্রত্যাবাসিত রপ্তানি আয়ের নির্ধারিত অংশ অনুমোদিত ডিলার ব্যাংকে রপ্তানিকারকের রিটেনশন কোটা একাউন্টে জমা রাখা যায়। এ হিসাবের স্থিতি রপ্তানিকারকের ব্যবসায়িক বিদেশ ভ্রমণ বা ব্যবসায়িক প্রয়োজনে বৈদেশিক মুদ্রায় ব্যবহার করা যায়।

কোন্ কোন্ ধরনের বৈদেশিক মুদ্রা প্রাপ্যতার বিপরীতে আন্তর্জাতিক কার্ড (ক্রেডিট/ডেবিট/প্রি-পেইড) ব্যবহার করা যায়?

✓ বার্ষিক ব্যক্তিগত ভ্রমণ কোটা, নিবাসী বৈদেশিক মুদ্রা হিসাবের স্থিতি, রপ্তানিকারকদের রিটেনশন কোটা হিসাবের স্থিতি, অনুমোদিত বেসরকারী হজ এজেন্সিসমূহকে বরাদ্দকৃত বৈদেশিক মুদ্রা, হজ পরিপালনের উদ্দেশ্যে হজযাত্রীদের জন্য বরাদ্দ বৈদেশিক মুদ্রা, সরকারি ও বেসরকারি খাতে দাপ্তরিক বা পেশাগত প্রয়োজনে ভ্রমণের জন্য ছাড়যোগ্য অংক, ব্যাবসায়িক ভ্রমণ কোটা, ব্যক্তিগত বৈদেশিক মুদ্রা হিসাবের স্থিতির বিপরীতে, BASIS সদস্য আইটি/সফটওয়্যার প্রতিষ্ঠানের বাৎসরিক রেমিটেন্স সুবিধা, বিদেশী প্রফেশনাল এবং সায়েন্টিফিক প্রতিষ্ঠানের সদস্য ফি'র পাশাপাশি বিদেশী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আবেদন, রেজিস্ট্রেশন, ভর্তি, পরীক্ষা ফি (TOEFL, SAT, etc.), স্বতন্ত্র ডেভেলপার/ফ্রিল্যান্সারদের আইটি সংশ্লিষ্ট ব্যয় নির্বাহের জন্য বাৎসরিক বরাদ্দকৃত বৈদেশিক মুদ্রা, স্বতন্ত্র ডেভেলপার/ফ্রিল্যান্সারদের রপ্তানিকারকদের প্রদত্ত সেবার বিপরীতে প্রাপ্ত অন্তর্মূখী রেমিটেন্স জমাকরণের জন্য, প্রদত্ত সেবার ভিসা প্রসেসিং ফি, আন্তর্জাতিক ক্রেডিট কার্ড ব্যাংকের অনুমোদিত ডিলার শাখা থেকে সংগ্রহ ও ব্যবহার করা যায়।

বিদেশগামীরা বাংলাদেশ ত্যাগ কালে এবং বিদেশ থেকে আগতরা বাংলাদেশে আসার সময় কী পরিমাণ বাংলাদেশী টাকা সঙ্গে রাখতে পারেন?

✓ অনধিক দশ হাজার টাকা।

বাংলাদেশে আগত অনিবাসী নাগরিকের সঙ্গে আনা বৈদেশিক মুদ্রা টাকায় ভাঙ্গানোর পর বৈদেশিক মুদ্রায় পুনঃরূপান্তর করা যায় কি?

হ্যাঁ। তবে:

✓ যে অনুমোদিত ডিলার ব্যাংক এর কাছে বৈদেশিক মুদ্রা টাকায় ভাঙ্গানো হয়েছিল, সেই অনুমোদিত ডিলার ব্যাংক থেকে অব্যয়িত টাকার অংক বৈদেশিক মুদ্রায় পুনঃরূপান্তর করে সংশ্লিষ্ট অনিবাসী বাংলাদেশ ত্যাগকালে সঙ্গে নিতে পারেন;

✓ এছাড়াও বাংলাদেশে আগত অনিবাসীগণ তাদের রূপান্তরকৃত টাকা যে কোন লাইসেন্সপ্রাপ্ত মানিচেঞ্জার এর নিকট থেকে নগদায়ন সনদ উপস্থাপন সাপেক্ষে বৈদেশিক মুদ্রায় পুনঃরূপান্তর করতে পারেন। তবে মানিচেঞ্জারের ক্ষেত্রে পুনঃরূপান্তরিত বৈদেশিক মুদ্রার অংক ৫০০ মার্কিন ডলারের বেশি হবে না;

✓ বিমানবন্দরের বহির্গমন লাউঞ্জে অবস্থিত ব্যাংক বুথ হতে বাংলাদেশী টাকা হতে অনধিক ১০০ (একশত) মার্কিন ডলার সমপরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রায় পুনঃরূপান্তর করা যায়।

বিদেশে অভিবাসন আবেদনের ফি ইত্যাদি বাবদ বাংলাদেশে নিবাসীরা বৈদেশিক মুদ্রা কিনতে পারেন কি?

✓ হ্যাঁ। বিদেশী অভিবাসন কর্তৃপক্ষ যাচিত সনদপত্র মূল্যায়ন ফি, ইমিগ্রেশন ভিসা ফি ও রাইট অব ল্যান্ডিং ফি বাবদ বৈদেশিক মুদ্রা অনুমোদিত ডিলার ব্যাংক থেকে ক্রয় ও প্রেরণ করা যায়।

বাংলাদেশে নিবাসীরা স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়লব্ধ টাকা বৈদেশিক মুদ্রায় বিদেশে পাঠাতে পারেন কি?

✓ না। বাংলাদেশী টাকা মূলধনী খাতে রূপান্তরযোগ্য নয় বিধায় বাংলাদেশের স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়লব্ধ অর্থ বৈদেশিক মুদ্রায় রূপান্তরপূর্বক বিদেশে প্রেরণের সুযোগ নেই।

বিদেশে প্রত্যক্ষ বা পোর্টফোলিও বিনিয়োগ বাংলাদেশে নিবাসীদের জন্য উন্মুক্ত কি?

না।

বাংলাদেশে নিবাসীরা বিদেশ থেকে অবাধে ঋণ/আগাম নিতে পারেন কি?

না। তবে:

✓ বাংলাদেশে নিবাসীরা ব্যক্তি খাতে শিল্প উদ্যোগ অর্থায়নের জন্য বাংলাদেশ বিনিয়োগ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা) এর পূর্ব অনুমোদনক্রমে বিদেশ থেকে মধ্য বা দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ নিতে পারেন।

✓ সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, অর্থ মন্ত্রণালয়ের Standing Committee on Non-Concessional Loan এর অনুমোদনক্রমে এবং বিশেষায়িত অর্থনৈতিক অঞ্চলের প্রতিষ্ঠানসমূহ বাংলাদেশ ব্যাংক এর অনুমোদনক্রমে বিদেশ হতে ঋণ নিতে পারেন।

বাংলাদেশে নিবাসীরা বিদেশ থেকে অবাধে ঋণ/আগাম নিতে পারেন কি?

না। তবে:

✓ বাংলাদেশে নিবাসীরা ব্যক্তি খাতে শিল্প উদ্যোগ অর্থায়নের জন্য বাংলাদেশ বিনিয়োগ উনড়বয়ন কর্তৃপক্ষ (বিডা) এর পূর্ব অনুমোদনক্রমে বিদেশ থেকে মধ্য বা দীর্ঘ মেয়াদী ঋণ নিতে পারেন।

✓ সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, অর্থ মন্ত্রণালয়ের Standing Committee on Non-Concessional Loan এর অনুমোদনক্রমে এবং বিশেষায়িত অর্থনৈতিক অঞ্চলের প্রতিষ্ঠানসমূহ বাংলাদেশ ব্যাংক এর অনুমোদনক্রমে বিদেশ হতে ঋণ নিতে পারেন।

বিদেশে বসবাসরত বাংলাদেশী ও অন্যান্য জাতীয়তার অনিবাসীরা বাংলাদেশের ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে ঋণ নিতে পারেন কি?

✓ বিদেশে বসবাসরত বাংলাদেশী ও অন্যান্য জাতীয়তার অনিবাসীরা অফশোর ব্যাংকিং ইউনিট থেকে বৈদেশিক মুদ্রায় ঋণ নিতে পারেন। এছাড়াও বিদেশে কর্মরত অনিবাসী বাংলাদেশীগণ গৃহঋণ সুবিধা বাবদ টাকায় ঋণ নিতে পারেন।

আরও তথ্য বা ব্যাখ্যার প্রয়োজন হলে

✓ পরিচালক, বৈদেশিক মুদ্রা নীতি বিভাগ, বাংলাদেশ ব্যাংক, প্রধান কার্যালয়, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।

ফোন: ৯৫৩০১২৩, ই-মেইল: gm.fepd@bb.org.bb